হযরত শু'আইব 'আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

শু‘আইব ‘আলাইহিস সালাম এর পরিচয়
হযরত শু‘আইব আ. এর কওমের গুনাহ ও অপরাধ
আপন কওমকে শু‘আইব আ. এর দাওয়াত
শু‘আইব আ. এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান
কওমের বিরুদ্ধাচরণের মোকাবেলা
যেভাবে আযাব এলো
হযরত শু‘আইব আ. এর কওমের ঘটনা থেকে শিক্ষা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

শু'আইব 'আলাইহিস সালাম এর পরিচয়ঃ

খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ অব্দে হযরত শু'আইব আ. জর্ডানের দক্ষিণ দিকে মৃত সাগরের নিকটবর্তী জাযিরাতুল আরবের মাদয়ান জনপদবাসীর প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। যাদেরকে আসহাবে আইকাও বলা হতো। আইকা অর্থ বিশেষ ধরণের গাছ। তারা উক্ত গাছের এলাকায় বসবাস করার কারণে তাদেরকে আসহাবে আইকা বা আইকার অধিবাসী বলা হতো।

ফিরআউনের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য নবুওয়্যাত প্রাপ্তির আগে মূসা আ. মিসর ছেড়ে মাদয়ান গমন করেন। সেখানকার এক বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত মূসা আ. এর ঘটনা শ্রবণ করে তার কর্মতৎপরতা আর আমানতদারীতে মুগ্ধ হয়ে ৮/১০ বছর বকরী চরানোর শর্তে নিজ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তার সাথে বিবাহ দেন।

এই বুযুর্গ কে ছিলেন? সে বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ! প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ছিলেন মাদয়ানবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবী হযরত শু'আইব আ.। তবে বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এবং আল্লামা তবারী রহ. এর মতে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, পবিত্র কুরআনে করীমে (সূরা কাসাস- ২২-৩৫) এ ঘটনা বর্ণিত হলেও সেখানে তার নাম উল্লেখ হয়নি। হাদীসের যে রেওয়ায়েতগুলোতে নাম উল্লেখ হয়েছে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই আসলে তিনি কে ছিলেন তা'আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা শু'আইব আ. কে ভাষার বাগ্মীতা প্রদান করেছিলেন। এ কারণে তাকে খতীবুল আম্বিয়া বলা হয়।

হযরত শু'আইব আ. এর কওমের গুনাহ ও অপরাধঃ

হযরত শু'আইব আ. এর কওম বিভিন্ন ধরণের গুনাহ এবং অপরাধে লিপ্ত ছিলো। যথাঃ

- তারা আল্লাহার ইবাদত করার পরিবর্তে নিজেদের মূর্তিপূজক পূর্বপুরুষদের অনুসরণে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলো।
- তারা অন্যকে লেনদেনের সময় মাপে কম দিতো।
- তারা পথিকদের পথ আটকে ডাকাতি করতো।

আপন কওমকে শু'আইব আ. এর দাওয়াতঃ

হযরত শু'আইব আ. আপন কওমকে বিজ্ঞোচিত ভাষায় দাওয়াত প্রদান করেন। হযরত শু'আইব আ. তার কওমকে লক্ষ্য করে বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো! তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মাবুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে ও মানুষের

মালিকানাধীন বস্তুসমূহে তাদের অধিকার খর্ব করবে না। আর দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করবে না। এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর পথ, যদি তোমরা (আমার কথা) মেনে নাও। মানুষকে ধমকানোর জন্য এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান ও তাতে বক্রতা সন্ধানের উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে বসে থাকবে না। এবং তোমরা স্মরণ করো ঐ সময়কে যখন তোমরা সংখ্যায় নগন্য ছিলে, আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন, এবং তোমরা লক্ষ করো বিশৃংখলাকারীদের পরিনাম কি হয়েছে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৫-৮৬)

শু'আইব আ. এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানঃ

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, হযরত শু'আইব আ. এর কওম তাঁর এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের দাম্ভিক সর্দারগণ বললো,

لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ

অর্থঃ হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, তা না হলে তোমাদের সবাইকে আমাদের দীনে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৮)

তারা হযরত শু'আইব আ. এর দাওয়াতকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করলো না; বরং সাথে সাথে উপহাস করে বললো,

يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অর্থঃ হে শু'আইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করতো, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করবো এবং নিজেদের অর্থসম্পদে যা ইচ্ছা হয় তা করবো? (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৭)

অবাধ্য সম্প্রদায় এখানেই থেমে থাকেনি; বরং তারা একধাপ আগে বেড়ে আগের চেয়ে বেশী ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বললো,

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

অর্থঃ (হে শু'আইব!) তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের উপর আকাশের একটি খন্ড ফেলে দাও। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৮৭)

এমনকি এই হঠকারী সম্প্রদায় হযরত শু'আইব আ. কে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দিয়ে বললো,

يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ○

অর্থঃ হে শু'আইব! তোমার অনেক কথাই আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখছি, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল লোক। তোমার খান্দান না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করতাম। আমাদের বিপরীতে তুমি মোটেও শক্তিমান নও। (সূরা হুদ, আয়াত: ৯১)

কওমের বিরুদ্ধাচরণের মোকাবেলাঃ

কওমের এই বিরুদ্ধাচরণ, উপহাস, ঔদ্ধত্য ও হুমকির জবাবে হযরত শু'আইব আ. অত্যন্ত জোরালো যুক্তিতে দরদী ভাষায় দাওয়াত প্রদান করেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় মহান আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

অর্থঃ আর মাদয়ানের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে (পাঠালাম)। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে ও মানুষের মালিকানাধীন বস্তুসমূহে খর্ব করবে না। আর দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করবে না। এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর পথ, যদি তোমরা (আমার কথা) মেনে নাও। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৫)

وَ يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ○

অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার সাথে যে জিদ দেখাচ্ছ তা যেন তোমাদেরকে এমন পরিণতিতে না পৌঁছায় যে নূহের সম্প্রদায় বা হুদের সম্প্রদায় কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর যেমন মুসিবত অবতীর্ণ হয়েছিল, তোমাদের উপরও সে রকম মুসিবত অবতীর্ণ হয়ে যায়। আর লুতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশী দূরেও নয়। (সূরা হুদ, আয়াত: ৮৯)

وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○

অর্থঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তারপর তারই দিকে রুজু হও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়। (সূরা হুদ, আয়াত: ৯০)

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ○ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ○ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○ وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ○

অর্থঃ আমি একাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন। তোমরা মাপে পুরোপুরি দিও। যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ওজন করো সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। মানুষকে তাদের মালামাল কমিয়ে দিও না এবং যমীনে অশান্তি বিস্তার করে বেরিও না। এবং সেই সত্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকেও। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৮০-১৮৪)

যেভাবে আযাব এলোঃ

হযরত শু'আইব আ. এর কওমের এই প্রত্যাখ্যান, উপহাস এবং নবীকে হত্যার মনোভাবের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তিন ধরণের আযাব প্রেরণ করেন। ভূমিকম্প, বিকট আওয়াজ এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসের মেঘ থেকে আগুনবৃষ্টি।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে তিন স্থানে হযরত শু'আইব আ. এর কওমের উপর আপতিত আযাবের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ○

অর্থঃ অতঃপর তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলো এবং তারা নিজেদের বাড়িতে অধঃমুখে পড়ে থাকলো। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৯১)

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ○ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ○

অর্থঃ এবং (পরিশেষে) যখন আমার হুকুম এসে গেলো, আমি শু'আইবকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিলো তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করি আর যারা জুলুম করেছিলো তাদেরকে এক প্রচন্ড আযাব এসে পাকড়াও করলো। ফলে তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে এমনভাবে অধঃমুখে থাকলো, যেন তারা কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। স্মরণ রেখ, মাদয়ানেরও সেইভাবে বিনাশ ঘটলো, যেভাবে বিনাশ হয়েছিলো ছামুদ জাতি। (সূরা হুদ, আয়াত: ৯৪)

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ○

অর্থঃ মোটকথা, তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করলো। নিশ্চয় তা ছিলো এক ভয়ানক শাস্তি। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৮৯)

মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতত্রয়ের এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, একটি মেঘখন্ড তাদেরকে ছায়া প্রদান করলে তারা তার আশ্রয়ে গমণ করে। কিন্তু মেঘখন্ড থেকে পানি

বৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে আগুনবৃষ্টি হতে লাগলো এবং সাথে সাথে প্রচন্ড এক আওয়াজে তারা সবাই মূহুর্তেই ধ্বংস হয়ে গেলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩:৪৯২)

হযরত শু'আইব আ. এর কওমের ঘটনা থেকে শিক্ষা

১. হক এবং সত্যের দাওয়াতকে গ্রহন করা। নতুবা অচিরেই তার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২. নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যেভাবে আমরা সচেতন থাকি, তেমনি অন্যের অধিকার আদায়ের ব্যাপারেও তার চেয়ে বেশি সতর্ক এবং সজাগ থাকতে হবে।

৩. লেনদেন এবং কায়কারবারে হালাল-হারামের শরঈ বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে, কাউকে ঠকানো বা ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আল্লাহর শাস্তি থেকে হিফাযত করুন। আমীন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১:২২৪-২৩২; মা'আরিফুল কুরআন, ৩:২১৩; কাসাসুল কুরআন, হিফজুর রহমান সিওহারবী কৃত, ১:২৬৯-২৭০)

সমাপ্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store